



রাষ্ট্রপতি বাংলায় সাইনবোর্ড লেখার নির্দেশ দিয়েছেন

যশোর, ২রা ফেব্রুয়ারী (বাসস) ১- আজ রাষ্ট্রপতি এইচ. এম. এরশাদ অবিলম্বে সব বাণিজ্যিক, শিল্প ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড বাংলায় লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রয়োজন হলে বাংলা শব্দাবলীর নীচে ছোট (শেষ পূ: ৭-এর ক: দ্র:)

রাষ্ট্রপতি

(১ম পাতার পর)

আকারে ইংরেজী শব্দাবলী লেখা যেতে পারে। এ নির্দেশ তত্ত্ব করা হলে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি যশোর সদর উপজেলা, যশোর জেলার মনিরামপুর ও কুষ্টিয়া জেলার মীরপুর উপজেলার আমলায় তিনটি বিরাট জনসভা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

যশোর সদর উপজেলায় আয়োজিত জনসভায় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাবেশে জাসদের (রব) সাধারণ সম্পাদক ও সংসদ সদস্য আ. স. ম. আবদুর রব, সংসদ সদস্য খালেদুর রহমান টিটো, সংসদ সদস্য সিতারা ভালুকদার, জাসদের (রব) নুরে আলম জিক এবং স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান রবিউল আলমও ভাষণ দেন। মনিরামপুরের জনসভায় সংসদ সদস্য মুকতি মাওলানা আকাস এবং স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান এস. এম. মোক্তার হোসেন আর আমলার সভায় সংসদ সদস্য আ. স. ম. আবদুর রব, নুরে আলম জিক, সংসদ সদস্য কোরবান আলী এবং স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান মারফত আলীও ভাষণ দেন।

এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে এক শ্রেণী লোকের গোলযোগ সৃষ্টির ঘটনার উল্লেখ করে বলেন যে, শহীদ মিনার পবিত্র স্থান এবং এখানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানোর অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। এটা রণক্ষেত্র নয়।

তিনি বলেন, শহীদ মিনার কোন্ মহল বা গোষ্ঠীর সম্পত্তি নয়। তিনি শহীদ মিনারের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সব মহলের প্রতি আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, গত দশ বছর উন্নয়ন ও উৎপাদন ভিত্তিক রাজনীতির ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণের ফলে শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্র গঠন-মূলক উপায়ে কাজ করছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা নির্দেশিত হয়েছে।

তিনি বলেন, জাতি হিসেবে আমাদের জাতীয় উন্নয়নের নানাতম কর্মসূচীর ব্যাপারে সমঝোতা ও সর্বসম্মতি থাকা উচিত। জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের গঠনমূলক রাজনীতি চালিয়ে যাওয়া উচিত। কেবল বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করা উচিত নয়, বরং জাতীয় স্বার্থ সম্মত রাখার জন্য বিরোধিতা গঠনমূলক হওয়া উচিত।

তিনি বলেন, যে রাজনীতি কেবল বিভেদ ও ঘণা জন দেয়, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতায় উৎসাহ যোগায় এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিঘ্নিত করে, জনগণ সে রাজনীতি চায় না।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ ছাত্রদের যোগা নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলে তাদের অভিভাবক ও জাতির আশা পূরণ করার উপদেশ দেন। তিনি বলেন, তোমরা ছাত্রজীবনে জাতীয় রাজনীতিতে জড়িত না হয়ে পড়া-শুনায় মনোনিবেশ কর। তোমরা শিক্ষা জীবন শেষ করে রাজনীতিতে বা তোমাদের পছন্দ মত অন্য যেকোন পেশায় যোগ দিতে পার।